ভারতীয় জনতা পার্টি

১১ অশোক রোড, নিউদিল্লি,১১০০০১

টেলিফোন নম্বর--- ২৩০০৫৭০০, ফ্যাক্স--- ২৩০০৫৭৮৭

২৮-০২-২০১৪

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ও এমপি প্রকাশ জাভারেকরের প্রেস বিবৃতি

১) বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী দলের আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে সীমারেখা উপস্থাপিত করেছেন তা নিয়ে সর্বসমক্ষে বিতর্কের জন্য কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বিজেপি।তাঁর বক্তব্যে ত্রুটি খুঁজতে সদাতৎপর কংগ্রেসও নরেন্দ্র মোদীর খুব স্পষ্ট রোডম্যাপ উপস্থাপনার পরে হঠাৎই চুপ করে গেছে।

অর্থনৈতিক পুনর্জীবনের জন্য বেশ কিছু নতুন ধারণা দিয়েছেন তিনি। বিশ্বাসই যে বিনিয়োগের মূল অস্ত্র দেখিয়েছেন তিনি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও সুপ্রশাসন পরিচালনা। প্রকল্প ঘোষণার থেকে বেশি জরুরী প্রকল্প রূপায়ন। উন্নয়নকে মানুষের আন্দোলনে পরিনত করা। বিনিয়োগ পরিকাঠামো ও দক্ষতার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। গণতন্ত্র, পরিসংখ্যান ও চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করা।

গতকাল দিল্লিতে এক বক্তৃতায় ইউপিএ সরকারের ব্যর্থতার বিষয়টা তুলে ধরেন তিনি দেশের অর্থনৈতিক পুনর্জীবনের দিক নির্দেশ করেন। তিনি তাঁর যে ধারণা উপস্থাপিত করেছেন তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিক কংগ্রেস এবং এখনই এনিয়ে আলোচনা শুরু করুক।

২) ১০ মাসে নৌবাহিনীতে ১০ টা দুর্ঘটনা বাহিনীর দুর্বলতাকেই প্রকাশ্যে আনে। এর দায়ও বর্তায় ইউপিএ সরকারের উপর। প্রতিরক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ন এই শাখাকে বারবার অবহেলা করেছে ইউপিএ সরকার। নৌবাহিনীর প্রধান ইস্তফা দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, বাহিনীর দুঃখজনক ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি। গোটা জাতি প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছে এই প্রাণহানি, সমপত্তিহানি ও সর্বোপরি দেশের মর্যাদা হানিতে তারা কেন বিপর্যস্ত নন ? প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরও এই ঘটনার দায় নিয়ে পদত্যাগ করা উচিৎ। দুই সাহসী নৌ আধিকারিকের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করছে বিজেপি।

নৌবাহিনীর ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা বাজেট বরাদদের সময় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। বেশিরভাগ সাবমেরিন প্রায় অর্ধ

শতাব্দী প্রাচীন ও অত্যন্ত ভগ্নদশায় রয়েছে ।সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এগুলি পাল্টে স্করপিন সাবমেরিন আনা হবে। কিন্তু সেই প্রকল্প ব্যর্থ হয়। যথেষ্ট ফান্ডের অভাবে বহুক্ষেত্রেই নৌবাহিনীতে উপযুক্ত রক্ষনাবেক্ষণ হয়না। পুরোনো ব্যাটারি সঠিক সময়ে পাল্টানো না হওয়াতেই নতুন করে বসানোর পর সংসর্গে সময় লাগে ও এরই জেরে " সিন্ধু রত্নে " সামপ্রতিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ২০০৮-০৯ ও ২০১০-১১ র ক্যাগ রিপোর্টেও এই দুর্বলতাগুলির উল্লেখ রয়েছে।

অরুণ কুমার জৈন

অফিস সেক্রেটারি